এই পদাটতে দেখা যায় যে, পূর্বরাগ স্তরেই রাধা বিনোদিনীর মনের গভীরে কৃষ্ণপ্রেম স্থায়ী আস্তানা নিয়েছে। প্রৌঢ় পূর্বরাগের এখানেই মহিমা।

৫। 'অভিসার' *কাকে বলে? গোবিন্দদাসের অভিসারের পদে অভিসারিকা রাধার যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তার বিবরণ দাও।* (ক.বি. ১৯৯৬, ২০০০)

উত্তর। যাভিসরতে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্য বেষাভিসারিকা।।
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডলা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ।। (—রূপ গোস্বামী)

যে নায়িকা অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করে, তাঁকে অভিসারিকা বলে। অভিসারিকা নায়িকা দু'প্রকার—জ্যোৎস্নী ও তামসী। শুক্লপক্ষে তিনি শুভ্রবেশ এবং কৃষ্ণপক্ষে কালো বেশভূষা ধারণ করে অভিসারে যান। এই নায়িকা বাঞ্ছিতার কাছে গমনকালে লজ্জায় আচ্ছন্ন থাকেন, তাঁর কঙ্কন, নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারের কোন শব্দ হয় না, ঘোমটায় মুখ ঢেকে একজন সখীর সঙ্গে অভিসার করেন।

পীতাম্বর তাঁর রসমঞ্জরীতে আটপ্রকার অভিসারিকার কথা বলেছেন—

সেই অভিসার হয় অষ্টপরকার।
জ্যোৎস্নী তামসী রাত্রি দিবা অভিসার।।
কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্ত সঞ্চরা।
গীতপদ্যে রসশাস্ত্রে সর্বজলেৎকরা।।

রামগোপাল দাসও বলেন—

অভিসারিকা হয় অনেক ধরন।
নায়িকার সঙ্গে হয় নায়িকার মিলন।।
কৃষ্ণ অভিসার করে নায়িকার ঠাঁঞি।
কৃষ্ণ লাগি অভিসার করে কভু রাই।।...
সে সময় যেমন বেশ যোগ্য করিয়া।
সঙ্কেত স্থানে যায় সখী সঙ্গে লঞা।।

নায়ক বা নায়িকার অভিসারের কথা রসশাস্ত্রে বলা হলেও—"নায়িকার অভিসারই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে; কারণ গৃহ পরিজন, কুলশীল, লজ্জা সব অতিক্রম করে যে নারী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে দূর-দুর্গম পথে সঙ্কেত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তাঁর আত্যন্তিক অনুরাগের গাঢ়ত্ব ও গূঢ়ত্ব সহজেই অনুভব করা যায়।" (—ড. সনাতন গোস্বামী)।

"সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাকৃত নায়িকার অভিসারের উল্লেখ আছে। কিন্তু তা লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করেনি। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসারের ব্যঞ্জনা আরো গভীর। এই অভিসার লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম

Scanned with CamScanner

করে অলৌকিক ভগবৎপ্রেমের অপরূপ মাধুর্যকে প্রকাশ করে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের গাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় এর মধ্যে। যে বস্তু দুঃখে লব্ধ, তা প্রাপ্তির আনন্দও অপরিসীম। অভিসারের পথও তাই দূর-দুর্গম। অন্ধকার রজনীতে দূর-দুর্গম পথে আনন্দের কাঁটা মাড়িয়ে বিরহিনী শ্রীরাধা এগিয়ে চলেন সেই পরম বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে—যে আছে প্রতীক্ষার বাঁশী নিয়ে।" (বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়)।

বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার বর্ণনায় কবিকল্পনা উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তাঁরা বিভিন্ন ঋতুতে রাধার অভিসার কল্পনা করেছেন। তবে বর্ষাভিসারই কবি চিত্তকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। অভিসারের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাস। তাঁর বর্ষাভিসার পদগুলি ভাবের লালিত্যে, অলংকার চয়নের কৌশলে অপরূপ হয়ে উঠেছে। তাঁর 'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল'—পদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।— "দয়িতের উদ্দেশ্যে অভিসারের জন্য শ্রীমতী প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। কণ্টক ও সর্পশঙ্কুল পিচ্ছিল পথে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা—গুরুজন বচন কানে না-নিয়ে আপন গৃহেই চলে তার সাধনা। তারপর একদিন সঙ্গিবাণকে ছেড়ে একা পথে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীমতী। 'অনুরাগ রীত' বুঝি এরূপই। শ্রীমতী চলেছেন— আকাশে মেঘের ঘনঘটা, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের শিহরণ, প্রচন্ড বজ্রনির্ঘোষ, আর 'পবন খরতর বলগই'। মনে উৎকণ্ঠা— 'হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল।' দ্বিগুণ উৎসাহে শ্রীমতী পথ চলেছেন— 'তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মঝু আগুসার'। তারপর পরম বাঞ্ছিতের সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গেল, তখন—

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানখুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল।।

পরম বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনে পথের কষ্ট সব দূর হয়ে যায়; পরম আনন্দে, পরম তৃপ্তিতে দেহ-মন পরিপ্লুত হয়ে ওঠে। এখানেই অভিসারের সার্থকতা।" (—ড. সনাতন গোস্বামী)।

৬। "আক্ষেপানুরাগ"*-এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর রচিত একটি পদের ব্যাখ্যা কর।*

উত্তর। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে অনুরাগের সংজ্ঞা এরূপ ঃ

Scanned with CamScanner

ছাড়া। এ পদের
এর রহস্যময় গভীরতা, সাবলীল ভাষা ভঙ্গীর
এখানে যা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তা একমাত্র বিদ্যাপতির লেখার মধ্যেই মিল পাওয়া যায়।

৮। কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দির যামিনী জাগি।।
করযুগ নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
করকঙ্কণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে।।
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

—গোবিন্দ দাস

● **শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

কণ্টক—কাঁটা। **গাড়ি**—পুঁতে দেওয়া। **কমলসম পদতল**—পদ্মের মত কোমল চরণতল। **মঞ্জীর**—নূপুর। **চীর**—বস্ত্রখণ্ড। **চীরহি**—কাপড়ের খণ্ড দ্বারা। **ঝাঁপি**—আবৃত করা। **গাগরি**—কলসী। **ঢারি**—ঢেলে। **করু**—করে।

● **নিবিড় পাঠ ঃ**

কণ্টক গাড়ি.....অঙ্গুলি চাপি।

রাধা চলার পথে জল ঢেলেছেন এবং পিছল করে নিয়ে তাতে কাঁটাগাছ পুঁতেছেন। বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা পায়ের নূপুর বেঁধে নিয়েছেন। পথ চলার সময় যাতে নিস্তব্ধতা বজায় থাকে। আঙ্গিনায় জল ঢেলে চলার সময় যাতে পা না পিছলে যায়। কাঁটা প্রোথিত করছেন যাতে কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে সক্ষম হন—বর্ষাভিসারে অভিসারিকা এইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। তিনি পা টিপে চলা অভ্যাস করছেন। যাতে পিছলে না পড়ে যান।

● **শব্দার্থ ও টীকা ঃ**

দূতর—দুস্তর। **পন্থ**—পথ। **যামিনী**—রাত্রি। **মন্দির**—শয়ন ঘর।

● **নিবিড় পাঠ ঃ**

দূতর পন্থ.....যামিনী জাগি।

দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে অত্যন্ত গোপনে। সেজন্য তিনি নিশি জাগরণ করছেন শয়নকক্ষে।

Scanned with CamScanner

● নিবিড় পাঠ ঃ

করযুগ নয়ন.....গুরু পাশে।

হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাধা পথচলা অভ্যাস করছেন, যাতে বর্ষার রাতে অন্ধকার পথ অতিক্রম করতে পারেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে রাতের আঁধারে বৃষ্টিতে ভিজে রাধা বিস্তর বাধা ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে প্রিয় অভিসারে যাবেন। নানারকম বিপদ-আপদের সঙ্গে সর্পদংশনের ভয়ও আছে প্রচুর। তাই যাতে সাপ না কামড়াতে পারে, তাই তিনি ওঝার কাছ থেকে সাপের সর্পবন্ধন মন্ত্র অথবা ওষুধ জেনে নিচ্ছেন। কিন্তু তিনি তো কপর্দকহীন। দক্ষিণা কিভাবে দেবেন? রাধা নিজেই তার উপায় আবিষ্কার করছেন। তিনি পারিশ্রমিক হিসাবে হাতের বালা খুলে দেবেন।

গুরুজন বচন.....কহ আন।

অষ্টপ্রহর রাধা শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বিভোর। কৃষ্ণমিলনের জন্যে ব্যাকুলা রাধিকার কৃষ্ণ চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন কথা কানে প্রবেশ করে না। ফলে গুরুজনদের কথাও তাঁর কানে যায় না। কৃষ্ণের প্রতি একাগ্র ধ্যানমগ্নতার কারণে তিনি এক কথা শুনতে অন্য কথা শোনেন।

পরিজন বচনে.....গোবিন্দদাস পরমাণ।

আত্মীয়স্বজন কিছু বললে রাধা বোকার মত হাসেন। কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন বলে অন্যদের কটূক্তি বা কথাবার্তায় মন দেন না। আবার রাধা মনে মনে ভাবেন, তিনি যে পরমপ্রিয়র সন্ধান পেয়েছেন তা তো আত্মীয়-পরিজনেরা জানেন না, তাদের অজ্ঞতার কারণেই রাধার উপেক্ষার হাসি।

পরমাণ—প্রমাণ। রাধার এই কৃষ্ণপ্রেমের গূঢ়তা। সেই কারণে তার সংসারে অনাসক্তি এবং গুরুজনে অবহেলা। এই ভাবই এখানে প্রকট।

○ আলোচনা ঃ পদটি বর্ষাভিসারের অন্তর্ভুক্ত। রাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও ব্যাকুলতা এবং প্রিয়মিলনের জন্য ঐকান্তিক সক্রিয়তা অর্থাৎ চেষ্টা ও তার অনুশীলন এখানে মূল বক্তব্য। কবিতাটির উৎস যাই হোক না কেন ভক্তকবি গোবিন্দদাস এ পদে লৌকিক জীবনের চিত্রকে অপূর্ব আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করেছেন। এইজন্য পদটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

রাধা এখানে অভিসারিকার প্রস্তুতি নিতে চলেছেন। অধিক রাতে অত্যন্ত গোপনে বর্ষণ মণ্ডিত পিছল পথে, অতি সন্তর্পণে কৃষ্ণবিরহ কাতরা রাধা শ্রীকৃষ্ণমিলনের জন্য নিজেকে কিভাবে তৈরি করছেন। রাজকুলবধূ রাজবালা লোকনিন্দা, সমাজ, সংসার সব বিসর্জন দিয়ে 'পাগলিনীপ্রায়' হয়ে পথে জল ঢেলে পা টিপে চলার অভ্যাস করেন। সেই দুর্গম রাস্তায় চলতে যদি দ্বিধা আসে তার জন্য তিনি দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে চলেছেন। পথে অন্যান্য বিপদের সঙ্গে আছে সর্পভয়। তাই নিজের হাতের বালা দক্ষিণা দিয়ে ওঝার কাছ থেকে সর্পবশীকরণ মন্ত্র শিখছেন। রাস্তায় কাঁটাগাছ পুঁতে দিয়ে তার ওপর পা টিপে চলার অভ্যাস করছেন। কৃষ্ণভাবনায় চিত্ত এতই নিবিষ্ট যে গুরুজনদের কথাতেও কান দেন না। পরিজনদের কথায় তিনি 'মুগধী সম

Scanned with CamScanner

হাসই' হাসেন—যেন কিছুই বোঝেন না। গোবিন্দদাসের নির্মাণকৌশল রসসৃষ্টি, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা বোধ, বাস্তব লৌকিক জীবনের সঙ্গে ঐশ্বরিক, অপার্থিব প্রেমের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছে পদসৃষ্টি কর্তা গোবিন্দদাসের মধ্য দিয়ে।

৯। মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধনী পার।।
ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম মরি যাত।।
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার।।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।।
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ গিয়ে যতনে নিবার।।

• শব্দার্থ ও টীকা ঃ

মন্দির—শোবার ঘর। **বাহির**—বাইরে। **কপাট**—দরজা। **কঠিন**—শক্ত। **শঙ্কিল**—বিপদের আশঙ্কা। **পঙ্কিল**—কর্দমাক্ত। **বাট**—পথ। **তহিঁ**—তার ওপরে। **দূরতর**—দুস্তর। **বাদর**—বাদল। **বারি**—জল। **বারই**—নিবারণ হয়। **নিচোল**—আঁচল। **কৈছে**—কেমন করে। **রহ**—থাকেন। **সুরধনী**—গঙ্গা। **পার**—ওপার। **বজর**—বাজ। **নিপাত**—পড়ে। **যাত**—যায়। **দামিনী**—বিদ্যুৎ। **বিস্বার**—বিস্তর। **হেরইতে**—দেখতে। **উচ্চকিত**—উচ্চকিত হয়। **ইথে**—এতে। **তেজবি**—ত্যাগ করবি। **গেহ**—গৃহ। **প্রেমক লাগি**—প্রেমের জন্য। **উপেখবি**—উপেক্ষা করবি। **বাণ**—শর। **কিয়ে**—কি। **নিবার**—নিবারণ করা যায়।

• নিবিড় পাঠ ঃ

মন্দির বাহির.....পঙ্কিল বাট।

মন্দিরের বাইরে কপাট অত্যন্ত শক্ত করে লাগানো। পথ কর্দমাক্ত ও বিপদসঙ্কুল। রাধা গোবিন্দ অভিসারে গমনোদ্যত, কিন্তু সখীরা নানা বিপদের আশঙ্কায় তাঁকে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বলছেন। দজ্জাল শাশুড়ী, ননদ রাধার শয়নঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। কাজেই এত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে তিনি কেমন করে যাবেন প্রিয় দর্শনে। কোনরকমে এই বাধা যদি অতিক্রম করেন কিন্তু বাইরের বাধা দূর করা কিভাবে সম্ভব? একে বর্ষায় পথঘাট পিছল, তার ওপর আরও নানা ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে।

তহিঁ অতি.....নীল নিচোল

তারপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি অঝোরে ঝরছে। তার মধ্য দিয়ে একাকিনী রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে

Scanned with CamScanner

পাগলিনীপ্রায় হয়ে বর্ষাভিসারে গমন করতে চান। তাঁর নীল রং-এর বস্ত্রাঞ্চল কি করে এই প্রবল জলধারা সামাল দেবে?

সুন্দরি কৈছে.....সুরধনি পার।

ভক্তকবির বক্তব্য সুন্দরী কেমন করে এই দুর্বিপাকের মধ্যে অভিসারে যাবে? কৃষ্ণ তো মানস সুরধনীর ওপারে রয়েছেন। সখীরা মনে করিয়ে দেন এই দুর্গম রাস্তা—বিস্তর বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে অভিসারে যাওয়ার দরকার কি? আবার সখী অন্যভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন, হরি তো রাধার মানস গঙ্গার ওপারেই থাকেন। এছাড়া সাংসারিক জগতের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, চিত্তবৈকল্য, সন্দেহ, অভিমান, অপমান—এইসব ভেদচিন্তা রূপ সমুদ্র পার হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে একনিষ্ঠ ভাব নিয়ে উপলব্ধির এপারে পৌঁছাতে পারলেই তো মনের গভীরে কৃষ্ণের দর্শন পাবেন। তাই বাইরের দরজা বন্ধ থাকলেও অন্তরের দরজা যেন সদাই খোলা থাকে।

ঘনঘন ঝনঝন.....মরি যাত।

ঘনঘন ঝন্‌ঝন্ শব্দে দুর্যোগের রাতে বাইরে বজ্রপাত হচ্ছে। তার ফলে কর্ণ এবং মর্মকে তীব্র শব্দের আঘাত অত্যন্ত কষ্টদায়ক করে তুলছে।

দশ দিশ.....দহন বিথার।

সবদিকে বিদ্যুৎ আগুন ছড়াচ্ছে। চোখ ধাঁধিয়ে ঝলসে যাচ্ছে।

ইথে যদি.....উপেখবি দেহ

ওগো, সুন্দরি, এরও পরে যদি গৃহত্যাগ করিস, তাহলে দেহকে একেবারে উপেক্ষা করবি? সখীদের বক্তব্য, এইভাবে উপেক্ষা করে দেহই যদি না থাকে, যদিই বেঁচেই না থাকিস, তাহলে প্রেম কীভাবে করবি? সেইজন্য এভাবে দেহকে অবহেলা ঠিক নয়।

গোবিন্দদাস.....যতনে নিবার।

কবি গোবিন্দদাস বলেন, এর আর কি বিচার? যে বান ছুটেছে তা আর চেষ্টা করলেও থামানো যায় না? তাঁর মন কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়েছে। তাই মদন বানে বিদ্ধ শ্রীরাধা কৃষ্ণমিলনের জন্য সঙ্কেত কুঞ্জের দিকে ধাবিত হয়েছেন। কোন বন্ধনই তাঁকে বাঁধতে পারবে না।

○ **আলোচনা ঃ** ভক্তকবি গোবিন্দদাসের এটি বর্ষাভিসারের পদ। রাধা কৃষ্ণর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করতে উদ্যত। এমন সময় এক সখী তাঁকে এই অভিসারযাত্রার পথে বিপদ, বাধা ইত্যাদি উল্লেখ করে যেতে নিষেধ করলেন। পথঘাট বৃষ্টির জন্য পিছল এবং বিপদের আশঙ্কাও ততোধিক। রাধা সকল বাধাকে তুচ্ছ করে ঝড়বাদলে একাকিনী অভিসারে চলেছেন। চারদিকে বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখ ঝলসায়। এমন অবস্থায় নিজের দেহকে উপেক্ষা করে 'মানস সুরধনী' পার হয়ে কীভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন? ভক্ত কবি গোবিন্দদাস বলেন যে, একবার নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে তাকে নিবারণ করার কারও সাধ্য নেই।

এটি ভক্তকবি গোবিন্দদাসের অভিসারের অতি উৎকৃষ্ট পদ। এখানে রাধার অভিসারের বিপদসংকুল পথ, প্রতিকূল আবহাওয়া, একনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের দৃঢ় সংকল্প সখীদের সাবধানবাণীর মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। এখানে উক্তি সখীর হলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীরাধার। ব্রজবুলি ছন্দে প্রেমচঞ্চলা রাধা-হৃদয়ের স্পন্দন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

১০। কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।

Scanned with CamScanner